

যুগাদ্যা শক্তপীঠ

যুগাদ্যা শক্তপীঠ মন্দির - ক্ষীরগ্রাম

অন্নদামণ্ডগলে বলা হয়েছে ,

‘ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বভৈবা / যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভরৈবা। ’ মানে দেবী যুগাদ্যা ও ভরৈব ক্ষীরখণ্ডক।

মন্দিরে দেবী শক্তি এবং ভগবান কালভরৈবের মন্দির রয়েছে। বেশিরভাগ জায়গায়, দেবী শক্তি এবং ভগবান কালভরৈব বিভিন্ন নামে বিভিন্ন শক্তপীঠে বসে আছেন। এটি 51টি পবিত্র শক্তপীঠের মধ্যে একটি যাকে শ্রী যুগাদ্যা দেবী শক্তপীঠ বলা হয়, যেখানে সতীর ডান পায়ে আঙুলের একটি অংশ পতিত হয়েছিল।

কাটোয়া-বর্ধমান রেলপথে কাটোয়া থেকে 17 আর বর্ধমান থেকে 36 কিলোমিটার দূরে কচৈর স্টেশন। বাস বা রিকশায় কচৈর থেকে 4 কিলোমিটারে ক্ষীরগ্রামের পশ্চিমে দেবী যোগাদ্যা উমা অর্থাৎ সিংহপৃষ্ঠে আসীন কালো কোষ্ঠীপাথরের দশভুজা মহিষমর্দিনী। মন্দির লাগোয়া ক্ষীরদধিরি জলে দেবীর বাস।

যোগদ্যা শক্তি পীঠ বা শ্রী যুগাদ্যা দেবী শক্তি পীঠ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষীরগ্রাম গ্রামে অবস্থিত। দেবীর মূর্তি যুগাদ্যা নামে পরিচিত। এখানে ভগবান শিব ক্ষীরকণ্ঠ নামে পরিচিত। প্রাচীন যুগে আদি মন্দিরটি মুসলিম আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে 1770-80 সালে, মন্দিরের কাঠামোর দক্ষিণ দিকে রাজা কীর্তি চন্দ্র পুনর্নির্মাণ করেন।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, এই বিশেষ শক্তপীঠে দেবী সতীর ডান পায়ে আঙুল পড়েছিল। এটি বিশ্বাস করা হয়, যে দেবতা মন্দিরের নিকটবর্তী পুকুর খরিদধিরি নীচে ডুবে রয়েছেন। প্রতিবর্ষী সংক্রান্তিতে, তিনি জল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃহে রাত্রিযাপন করেন। যজ্ঞ এবং বিশেষ পূজার পর, তিনি আবার খরিদধিরি জলে ফিরে যান যেখানে তিনি ভগবান ক্ষীরকণ্ঠ, তার স্বামী এবং ভগবান শিবের অবতারের সাথে থাকেন। ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে পুরানো কংবদন্তি অনুসারে, একই অভ্যাস যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

যুগাদ্যা মন্দির, ক্ষীরগ্রাম শক্তপীঠ,
ক্ষীরগ্রাম, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ,
ভারত, পিনকোড - 713143।